ঘটনার বিবরণ

আন্ত:লিঙ্গ

আন্ত:লিঙ্গ মানে কি?

আন্ত:লিঙ্গ মানুষ যৌনচরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে সাধারন পুরুষ বা নারী'র দ্বি-বিভাজন নীতি মেনে চলে না (যৌনাঙ্গসহ ডিম্বাশয়/ অণ্ডোকোষ, ক্রোমোজমের গঠন)।

আন্ত:লিঙ্গ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয় যা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিগত শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমুহকে বুঝায়।কোন ক্ষেত্রে আন্ত:লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যগুলো জন্মের সময় দৃশ্যমান হয়, আবার কিছু ক্ষেত্রে তা যৌবনের আগ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয় না। কিছু ক্রোমোজনাল আন্ত:লিঙ্গ মানুষের ভিন্নতা শারিরীকভাবে স্পষ্ট দৃশ্যমান নাও হতে পারে।

বিশেষজ্ঞের মতে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ০.০৫ ভাগ থেকে শতকরা ১.৭ ভাগ মানুষ আন্ত:লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়।

আন্ত:লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করা জৈবিক যৌন বৈশিষ্টের সাথে সম্পর্কিত এবং তা ব্যক্তির যৌন ধারনা/ দৃষ্টিভঙ্গি এবং লৈঙ্গিক পরিচয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।একজন আন্ত:লিঙ্গের মানুষ হয়তো অন্যদের মত বিসমপ্রেমী, সমপ্রেমী পুরুষ, সমপ্রেমী নারী, উভয়প্রেমী বা এমনও হতে পারে তিনি কারো প্রতি যৌনাকৃষ্ট নয়; নিজেকে নারী, পুরুষ কিংবা উভয়লিঙ্গ বা কোন প্রকার লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত নাও করতে পারেন।

তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ ভিন্ন হওয়ার কারণে আন্ত:লিঙ্গ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বেশিরভাগ সময়ই অপবাদের শিকার হতে হয় এবং তাদের সঙ্গে একাধিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে থাকে।যার মধ্যে তাদের স্বাস্থ্যসেবার অধিকার, শারীরিক অখণ্ডতার অধিকার, নির্যাতন ও ভুল চিকিৎসা থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার, সমতার অধিকার ও বৈষম্যহীনতা অধিকার লঙ্ঘিত হয়।

শারীরিক অখণ্ডতা

বর্তমানকালে আন্ত:লিঙ্গ শিশুদের পরীক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রপাচার এবং অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে (তথাকথিত) লৈঙ্গিক ছকের মধ্যে আনা একপ্রকার সাধারণ বিষয় হিসেবে দেখা হয়।

এই অপরিবর্তনীয় পদ্ধতিগুলি প্রায়শই স্থায়ী রুপ নেয়, যা বন্ধ্যাত্ব, কষ্ট, আত্ম-সংযমহীনতা, যৌন সংবেদনশীলতা হ্রাস, বিষন্নতাসহ আজীবন মানষিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠতে পারে।প্রায়ই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন প্রকার সম্মতি ও অবহিতকরণ ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যারা এই পদ্ধতিগুলোর জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তাদের শারীরিক অখণ্ডতার অধিকার লঙ্ঘন করে নির্যাতন, ভুল চিকিৎসা থেকে মুক্তি এবং জীবন ক্ষতিকারক চর্চা থেকে মুক্তি অধিকারকে লঙ্ঘন করা হয়।এই জাতীয় বিষয়গুলো সচরাচর সাংস্কৃতিক ও তথাকথিত লৈঙ্গিক ভাবনা থেকে সমর্থন করা হয়ে থাকে এবং আন্ত:লিঙ্গ মানুষদের সম্পর্কে বৈষম্য বিশ্বাস রেখেই তাদেরকে সমাজে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

জোরপূর্বক চিকিৎসাসহ শারীরিক অখণ্ডতার অধিকার লঙ্ঘন ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ কখনোই মানবাধিকার লঙ্ঘনে ন্যায্যতা দিতে পারে না।রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল অন্ধ-আচরণ বলবৎ না রেখে, ক্ষতিকার বাক্সবন্দি ধারনাগুলোর মোকাবেলা করা।বিকল্প সমাধানগুলো আলোচনা না করে শারিরীক অখণ্ডতা রক্ষা এবং স্বতন্ত্রবোধের প্রতি সম্মান না দেখিয়ে এই ধরনের তথাকথিত নিয়মনীতি কখনো কখনো যৌক্তিক ও স্বাস্থ্য উপকারি বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।কিন্তু এই ধরনের প্রস্তাবনার দূর্বল ভিত্তিও আছে।

দু:খজনক বিষয় হলো, এই ধরনের আচরণ এবং সামাজিক চাপগুলো সচারাচর একজন ডাক্তার দ্বারাই সংগঠিত হয়।পাশাপাশি আন্ত:লিঙ্গের পিতা-মাতারাও সম্পৃক্ত থাকেন।স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষার অভাব, প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবসম্মত জ্ঞানের অভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে পারে, জেনেশুনে এই ধরনের নিয়মনীতিগুলো উৎসাহিত ও সমর্থন করা হয়।সমমনা মানুষ, প্রাপ্তবয়স্ক আন্ত:লিঙ্গ এবং পরিবারের যোগাযোগের অভাবে, পরিণতিগত তথ্যের অভাবে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদে এই ধরনের সমর্থন বা চুক্তি হয়ে থাকে।

ছেলেবেলায় আন্ত:লিঙ্গ নিয়ে লজ্জা ও কলঙ্ক জড়িত থাকার কারণে অনেক আন্ত:লিঙ্গের বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ অস্ত্রপাচার করতে চান।পাশাপাশি ব্যাপক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা, মানষিক ও শারিরীক যন্ত্রণাও তাদের থাকে। অনেকেই অনুভব করেন, তাদেরকে দৈহিকলিঙ্গ ও সামাজিকলিঙ্গ নির্মাণ করতে বাধ্য কারা হয় যার সঙ্গে তারা অভ্যস্ত হতে পারে না।

তাদের অপরির্বতনীয় প্রকৃতি, শারীরিক অখণ্ডতা এবং স্বক্রিয়তা রক্ষায় চিকিৎসাগতভাবে অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক সার্জারি চিকিৎসা নিষিদ্ধ করা উচিৎ। আন্ত:লিঙ্গ শিশু এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের উচিত পর্যাপ্ত কাউন্সিলিং ও সহযোগিতা গ্রহণ করা, এক্ষেত্রে সহসাথীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

বৈষম্য:

আন্ত:লিঙ্গ ব্যক্তিগণ হরহামেশা নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন, যখন বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায় বা যদি সবাই জেনে যায় যে তারা প্রথাগত দৈহিক লিঙ্গের বাইরে।বৈষম্য নিধন আইন দ্বারা আন্ত:লিঙ্গ মানুষদের বৈষম্য থেকে রক্ষা করা যায় না বরং তাতে তাদের অবস্থা আরও ঝুকিপূর্ণ হয়।স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, জনসেবা, চাকুরি ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে তারা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন। স্বাস্থসেবায় নিয়োজিত পেশাদারদের উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা এবং মানানসই স্বাস্থ্যজ্ঞান ও বোধগম্যতার প্রশিক্ষনের অভাব রয়েছে।আন্ত:লিঙ্গ মানুষদের স্বাতন্ত্রবোধের প্রতি সম্মান, শারীরিক অভেদ্যতার অধিকার, স্বাস্থসেবায় নিয়োজিত পেশাদারদের জ্ঞানের ঘাটতি আছে।

দৈহিক লিঙ্গের কোনো সনদপত্রের দরকার হলেও কিছু আন্ত:লিঙ্গ মানুষ বাঁধা এবং বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। অন্যান্য দাপ্তরিক কাগজপত্র সংশোধনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য ঘটে।

আন্ত:লিঙ্গের ক্রীড়াবিদরাও নির্দিষ্ট রকমের বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে।একমাত্র আন্ত:লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য থাকার কারণেই অনেক আন্ত:লিঙ্গ নারী ক্রীড়াবিদ প্রতিযোগিতায় থেকে বাদ পড়েছেন।যাইহোক নিজে আন্ত:লিঙ্গ মানুষ হলে আরো ভালো কর্মসক্ষমতা দেখানোর কোন প্রয়োজন পরেনা ।অন্যকথায় যাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন উচ্চতা এবং পেশীবহুল তারা এই ধরনের বাঁধার শিকার হন না।

সুরক্ষা এবং প্রতিকার

আন্ত:লিঙ্গের মানুষদের অবশ্যই মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।যখনই এই ধরনের নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, বিষয়টি তদন্ত করা উচিৎ এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা উচিৎ। ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণসহ কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।আন্ত:লিঙ্গ মানুষদের জন্য আইন ও নীতিমালা তৈরীতে এমন পরামর্শ গ্রহণ করা উচিৎ যা তাদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

ইতিবাচক অগ্রগতি:

২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়া যৌন বৈষম্য সংশোধনী আইন করেছে (যৌন ধারনা ও লৈঙ্গিক পরিচয় এবং আন্ত:লিঙ্গ অবস্থা), সর্বপ্রথম এই আইনটিতে আন্ত:লিঙ্গ মানুষদের অবস্থা অর্ন্তভ'ক্ত করার হয়েছে।অস্ট্রেলিয়ান সিনেট আন্ত:লিঙ্গ মানুষদের অনৈতিক ও জোরপূর্বক জীবনুমুক্ত করার বিষয়ে সরকারী তদন্ত করছে।

২০১৫ সালে মালতা দেশটি লৈঙ্গিক পরিচিতি আইন করেছে, লিঙ্গ অভিব্যাক্তি এবং যৌন বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্রতা রক্ষায় এটি প্রথম আইন যা অপ্রাপ্তবয়¯কদের সম্মতি ব্যতীত যৌন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করেছে।

কর্মসূচী:

রাষ্ট্রের:

• আন্ত:লিঙ্গ যৌন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের উপর অপ্রয়োজনীয় শল্য চিকিৎসা এবং পদ্ধতিগুলো নিষিদ্ধ করা।তাদের শারীরিক অখন্ডতা রক্ষা ও তাদের স্বতন্ত্রতার প্রতি সম্মান দেখানো।

• আন্ত:লিঙ্গ মানুষের সহসাথীসহ তাদের নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের পর্যাপ্ত পরিমান কাউন্সিলিং নিশ্চিত করা ।

• আন্ত:লিঙ্গ মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থানের কারনে শিক্ষা,স্বাস্থ্যসেবা, চাকুরি, খেলাধুলা এবং জনসেবা পেতে বৈষম্য বিরোধী উদ্যোগের মাধ্যমে এই ধরনের বৈষম্য প্রতিরোধ করা।

• আন্ত:লিঙ্গ মানুষদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত, অভিযুক্ত অপরাধীদের বিচার করা এবং ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরনসহ কার্যকরী ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

• জাতীয় মানবধিকার সংস্থাগুলোর আন্ত:লিঙ্গ মানুষদের মানবধিকার পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ।

• আন্ত:লিঙ্গ মানুষদের জন্মসনদ এবং সকল দাপ্তরিক কাগজে লিঙ্গ চিহ্নিতকরণ ও সংশোধনের সুবিধাপূর্ণ কার্যকরী আইন সরবরাহ করা।

• আন্ত:লিঙ্গ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা এবং মানবাধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, পিতামাতা ও আন্ত:লিঙ্গ শিশুদের উপযুক্ত পরামর্শ এবং সেবাজ্ঞান বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।আন্ত:লিঙ্গ ব্যক্তিদের স্বাতন্ত্রবোধ, শারিরীক অখন্ডতা ও লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিৎ।

• বিচার বিভাগের সদস্য, ইমিগ্রেশন অফিসার, আইন প্রয়োগকারী, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের আন্ত:লিঙ্গ ব্যক্তিদের প্রতি সমান আচরন করার প্রশিক্ষন নিশ্চিৎ করা।

• অধিকার বষিয়ক সংস্থাগুলোর পরামর্শ, আইন এবং নীতিমালা যা আন্ত:লিঙ্গ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে সেই রকম কার্যক্রমে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

মিডিয়া:

- সংবাদপত্র, টিভি এবং রেডিওতে আন্ত:লিঙ্গ মানুষ এবং জনগোষ্ঠির কণ্ঠস্বর অন্তর্ভূক্ত করা।

- আন্ত:লিঙ্গ মানুষদের এবং তাদের মানবাধিকার বিষয়ে উদ্বেগগুলির উদ্দেশ্যমূলক সুষমচিত্র তুলে ধরা।

- আন্ত:লিঙ্গ মানুষের লিঙ্গ পরিচয় ও যৌনতা সম্পর্কে ধারনা করে মতামত প্রচার না করা।

আপনি, আপনার বন্ধুরা এবং অন্যান্যরা মিলে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন ।

- যখন আপনি আন্ত:লিঙ্গ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন রকম বৈষম্য ও সংহিংসতা দেখেন তখন কথা বলুন।

- মনে রাখবেন আন্ত:লিঙ্গ ব্যক্তিদের যে কোন লিঙ্গ পরিচয় ও যৌন প্রবনতা থাকতে পারে।

ইউএন বিবরনী বাংলায় করার অনুমোদন।
ইউএন আন্তলি:ঙ্গ বিবরনী এশিয়ান ভাষায় ভাষান্তর প্রকল্পে সহযোগীতা করছে ইন্টারসেক্স এশিয়া, (অথনৈতিক সহযোগীতায়) আরএফএসএল।ইন্টারসেক্স এশিয়া বাংলাদেশের ইন্টারসেক্স কর্মী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম কে ধন্যবাদ জানাই প্রথম ইন্টারসেক্স বিবৃতি ও ইন্টারসেক্স ইউএন বিবরনী বাংলায় ভাষান্তর সম্পাদন করার জন্য।

সাং্কৃতিক সংবেদনশীলতার সাথে ইউএন ফ্রি ইকুয়ালিটি ক্যাম্পেইন এবং ওএইচসিএইচআর থেকে অনুমোদন প্রদানের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ যা এই অনুবাদ প্রকল্পকে সক্ষম করেছে।এটি হলো ইংরেজির মূল নথি থেকে বাংলা অনানুষ্ঠিনিক অনুবাদ।এই অনুবাদটি বাংলাভাষী আন্তলি:ঙ্গ মানুষ দ্বারা যাচাই ও নিশ্চিৎ করা হয়েছে।এই অনানুষ্ঠানিক অনুবাদটি জন্য জাতিসংঘের কোন দায়বদ্ধতা নেই।

Produced by: intersex Asia

Source: UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER; FREE & EQUAL UNITED NATIONS

Our Sponsors: RFSL; Astraea Lesbian Foundation for Justice; mama cash

Allies: OII-Chinese 國際陰陽人組織中文版 www.oii.tw